দৈনিক বাংলা

055

(58)

তারিখ ...11 OCT 1988...
পৃষ্ঠা... 5 ...কলাম...7...

আবর্জনার শহর জাকার্তা পরিচ্ছন্ন করছে ছাত্ররা

জাকার্তাবাসীরা তাদের শহরকে আবর্জনার শহর বলে অভিহিত করে। তবে সম্প্রতি রাজধানী শহরকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র এবং অন্যান্য নাগরিক কাজ শুরু করেছে।

তবে এটি একটি দুরূহ দায়িত্ব। কেননা ৭৫ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত এ শহরের রাস্তাগুলো দুর্গন্ধময় আবর্জনায় ভরে আছে। বন্যার সময় রাজধানীর অনেক বস্তিবাসীকে হাঁটু অবধি ময়লা পানির মধ্যে বসবাস করতে হয়।

বহু বছর ধরে অনেক আন্তরিক তর্ক-বিতর্ক সত্ত্বেও কোন সমাধান হয়নি। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র সমস্যাটি নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গোটা শহরের দায়িত্ব নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা মনোযোগ নিবদ্ধ করে সব চেয়ে খারাপ এলাকাগুলোর একটিতে। পূর্ব জাকার্তা জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন এই এলাকায় আবর্জনা সাফ করার কোন ধরনের ব্যবস্থা নেই। সেখানে স্বাস্থ্য বিভাগ বিক্ষিপ্তভাবে রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং টিকাদান কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ছাত্ররা দাবী করছে, তারাই প্রথম স্বাস্থ্যকর পরিবেশ উন্নয়নের ব্যবস্থা নিয়েছে।

বুকুন ওয়ারগা ১০ নামে পরিচিত ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের আবর্জনা মাঠে অথবা স্থানীয় নদী সিপিনাং-এ ফেলে। এমনকি মহল্লা সমিতির প্রধানও চরমভাবে দূষিত নদীতে আবর্জনা ফেলে থাকেন। তিনি ছাত্রদের বলেছেন "এছাড়া আর কোথায় ফেলব? প্রকৃত পক্ষে আমাদের আবর্জনা ফেলার কোন জায়গা নেই।

সিপিনাং নদী আবর্জনায় বন্ধ ও সরু হয়ে আসছে। ফলে প্রতিবছর বর্ষাকালে সেখানে বন্যা দেখা দেয়। ছাত্রদের একজন বলেছেন জনগণ বন্যায় অভ্যস্ত। যদি বস্তির ঘরে পানিতে গোড়ালী ডুবে যায় সেক্ষেত্রেও তারা কোন কিছু মনে করে না। কিন্তু সম্প্রতি এক বন্যায় পানি [illegible]র ওপরে উঠে যাওয়ায় বিভিন্ন পরিবার সাময়িক আশ্রয় স্থলে চলে যেতে বাধ্য হয়।

ছাত্ররা মৌলিক স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে জনগণকে শিক্ষা দেয়। কিন্তু নিম্নবেতনভোগী শ্রমিক ট্রাইসাইকেল চালক এবং অন্যরা যারা আবর্জনা সংগ্রহণ ও তার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা চালায় তারা যখন ছাত্রদের সামনে প্রশ্ন তুলে ধরে "আমাদের কলের পানিতে বিভিন্ন বীজাণু রয়েছে, আমরা কি তবে সেই পানি পান করব?" এর জবাব দেওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে।

সরকারী শহর পরিচ্ছন্ন কর্মসূচী বুকুন ওয়ারগা ১০ পর্যন্ত পৌঁছায় না, যেমন পৌঁছায় না বর্তমান নগরীর আরো বিভিন্ন এলাকায়। মহল্লাটি ঘন বসতিপূর্ণ এবং রাস্তাগুলি এত সরু যে আবর্জনা স্তূপ তুলে নেয়ার জন্য আবর্জনার ট্রাক সেখানে প্রবেশ করতে পারে না।

সেজন্য ছাত্ররা ছোট আকারের আবর্জনা সংগ্রহ যান প্রস্তুতের পরিকল্পনা নিয়েছে। যদি এই আকারের আবর্জনা ফেলার গাড়ি অধিক সংখ্যক প্রস্তুত করা সম্ভব হয় তবে অন্যান্য মহল্লায়ও তা কাজে লাগবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে অর্থ যোগাবে কে? একটি ছাত্রের জিজ্ঞাসা।

উত্তর জাকার্তায় পোতাশ্রয়ের কাছে মারুন্ডা মহল্লায় ছাত্ররা আরেকটি পরিচ্ছন্ন অভিযানে প্রকল্প চালু করেছে। এখানে বসবাসকারী অধিকাংশই হচ্ছে দরিদ্র জেলে, ছোট ভাগচাষী, নিম্নমজুরীর শ্রমিক প্রভৃতি।

সেখানকার নদী এখনই আবর্জনা এবং শিল্প বর্জ্যে দূষিত হয়ে আছে, তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে মানুষের মল।

বিভিন্ন সংগঠন স্থানীয় জনগণের জন্য শৌচাগার নির্মাণ করছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ছাত্রদের বক্তব্য হচ্ছে—যতক্ষণ না শৌচকার্যের জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে ততক্ষণ তারা তাদের দৈনন্দিন—প্রয়োজন মেটাতে নদীতে যেতেই পছন্দ করবে।

ছাত্ররা মনে করছে শৌচকার্যের জন্য বৃষ্টির পানি জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা এবং শৌচাগারগুলি আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে এবং তাহলে নদীর পানি পরিষ্কার রাখায় সহায়তা করা হবে। কিন্তু আবারও সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য অর্থ এবং শ্রমের যোগানদানের মূলে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।

জনসংখ্যা ও পরিবেশ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ডঃ এমিল সালিম এবং জাকার্তার 'কর্মতৎপর গার্বার উইগো সম্প্রতি জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

তারা বলেন যে, জাকার্তায় আবর্জনা সাফাই সমস্যায় সমাধান সমগ্র জনগণের সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও নাগরিক গোষ্ঠীর এক্ষেত্রে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে।

অনেকেই কাজে নেমে গেছে। যেমন ইন্দোনেশীয় পরিকল্পিত পরিবার সংস্থা অন্যান্য সামাজিক সংগঠন এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিলে পশ্চিম জাকার্তার জোংগোলো বস্তি এলাকায় কাজ করছে।

সেখানে তারা স্থানীয় জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি, পরিবার পরিকল্পনা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষা এবং জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভিডিও ক্যাসেট ব্যবহার করছে।

গবর্নর উইগোর মতে উপর থেকে নেতৃত্ব আসতে হবে 'মেয়র, মহল্লা অথবা পাড়া প্রধান সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য উদাহরণ হতে পারে'। মন্ত্রী সালীম বলেন, আসলে সবার উপরে হচ্ছে আত্মশৃংখলা প্রশ্ন, কল্পনা করুন, সেই সব লোকদের কথা যারা তাদের বিলাসবহুল মোটর গাড়িতে বসে ফল খাচ্ছেন আর তার খোসা জানালা দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলছেন ঠিক এরকমই ঘটছে। একজন শিক্ষিত মানুষ তার পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে সজাগ নয়। মন্ত্রী প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্প্রতি এই মন্তব্য করেছেন।

গবর্নর উইগো জাকার্তার ৫টি পৌর এলাকার তদারকীতে গিয়ে দেখতে পান মহল্লা প্রধানের কার্যালয় আবর্জনায় ভরা এবং ময়লা ফেলার ট্রাকগুলি অলসভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকেই আশা করেছিল যে আর্মি জেনারেল উইগো শহরে পরিচালনা এই আবর্জনা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাবেন। তিনি সম্প্রতি জাকার্তার উপকণ্ঠে দু'টি এলাকায় আবর্জনা জমানোর জন্য স্বল্প মেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। পরে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে রেলগাড়ি ব্যবহারের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। প্রত্যেকটি ট্রেন দৈনিক ৫০০ টন ময়লা শহরের বাইরে নিয়ে যাবে, যদি এটা সম্ভব হয়, তবে দৈনিক ৮টি ট্রেনে শহরের চার হাজার টন আবর্জনা ফেলা সম্ভব হবে।

জনসংখ্যা ও পরিবেশ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের আরেকটি পরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী জনগণের নাগরিক গর্ববোধ ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব জাগ্রত করার চেষ্টা করা হবে। নগর পরিচ্ছন্নতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। "ইন্দোনেশিয়ার পরিচ্ছন্নতম শহর" এ নামটি যাতে দেয়া যায় তাই হবে লক্ষ্য।

—প্যানোস-পিআইবি ফিচার